গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০২.২০১৬- ২৯১(৫৫)

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
তারিখঃ----------
১৪ ডিসেম্বর ২০১৬

বিষয়ঃ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

২৯.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর Soft কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট সকলের e-mail এ প্রেরণসহ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.mofood.gov.bd তে Upload করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণের জন্য 'ছক' অনুযায়ী তালিকাসহ আগামী ২০-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

১৪/১২/১৬

(মোঃ মোস্তফা)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর।
৭। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৮। পরিচালক (প্রশাসন /সবরি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৯। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১৩। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৬। সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৭। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৮। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৯। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২০। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ২৯.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নভেম্বর/ ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ মানবেন্দ্র ভৌমিক
অতিরিক্ত সচিব

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৯.১১.২০১৬ খ্রিঃ সকাল ১০-৩০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে অক্টোবর, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়। অক্টোবর, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যপত্র অনুসরণ করে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহ	**(ক) বোরো ধান মিলিং-২০১৬** সভায় পর্যালোচনা হয় যে, প্রথম বারের মত দেশে ধান ক্রয়ের সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা ৭ (সাত) লাখ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগৃহীত ৬,৭০,০০০ মেট্রিক টন ধানের মধ্যে ২৭.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৬,৪৮,৬৩১ মেট্রিক টন ধান মিলিং করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলিত চালের পরিমাণ ৩,৯৭,৬৫৭ মেট্রিক টন। অবশিষ্ট পরিমাণ ধান দ্রুত মিলিং করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। **(খ) সিদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহ** মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সিদ্ধ চাল সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা ১.০০ লাখ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫,৫২,৪৮০ মেট্রিক টন সিদ্ধ এবং ৬৪,১৮৫ মেট্রিক টন আতপ চালের জন্য মিলারগণের সাথে চুক্তি করা হয়। চুক্তির বিপরীতে ৩১.১০.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫,১৯,৯৯০ মেট্রিক টন সিদ্ধ ও ৬৫,৬৭৫ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে। বর্ধিত সংগ্রহ মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হওয়ায় অবশিষ্ট চুক্তিকৃত চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না বলে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন।	অবশিষ্ট পরিমাণ ধান দ্রুত মিলিং সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, সংশোধিত বাজেটে গম আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ৫.০০ লাখ মেট্রিক টন। বিগত অর্থ বছরের চুক্তিপত্রের সাথে সমন্বয় করে ২টি চুক্তির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১.২১ লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন গম ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ইতোমধ্যে জি টু জি পদ্ধতিতে রাশিয়া হতে ২.০০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	নতুন অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ হতে গম আমদানির প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** OMS খাতে চাল বিক্রয় আপাততঃ স্থগিত আছে। তবে, ঢাকা মহানগর ও তেজগাঁও সার্কেল (কেরাণীগঞ্জসহ) চাল বিক্রয় চলমান আছে।		
	(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় সভায় আলোচনা হয় যে, ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়ের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেটে গমের বরাদ্দ ৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২৭.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ময়দাকলে বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ১,১৫,৯৭৯ মেট্রিক টন। আনুপাতিক হারে ফলিত আটার পরিমাণ ৮৯,১৬৪ মেট্রিক টন। ঢাকা মহানগরসহ আশপাশের শ্রমঘন এলাকা এবং সকল মহানগর ও জেলা সদরে আটা বিক্রয় অব্যাহত আছে। ২৭.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বিক্রিত আটার পরিমাণ ৮৯,১৬৪ মেট্রিক টন। আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	যথাযথ নজরদারি রেখে আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(গ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সভায় আলোচনা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে **ইউনিয়ন পর্যায়ে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি'** অক্টোবর, ২০১৬ মাসে শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২৭.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশের ৪৯,০৯,০৬৩ লাখ সুবিধাভোগী পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৭.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত উত্তোলিত ৩,৮৪,৮৪৫ মেট্রিক টন চালের মধ্যে ৩,৭২,০৪২ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৪৮৫টি উপজেলার মধ্যে ৪৮৪টিতে এ কর্মসূচি চালু হয়েছে।	(১) সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সং ও সরঃ), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর।
	খাদ্যবান্ধব এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য বাকী ১টি উপজেলার উপকারভোগীদের তালিকা তৈরী এবং ডিলার নিয়োগ দ্রুততম সময়ে চূড়ান্ত করে দেশের সকল উপজেলার সকল ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব এ কর্মসূচি পুরোদমে চালু করার জন্যও সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	(২) বাকী ১টি উপজেলায় উপকারভোগীদের তালিকা তৈরী ও ডিলার নিয়োগ সম্পন্ন করে দেশের সকল	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়

		ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব এ কর্মসূচি পুরোদমে চালু করতে হবে।	
	(ঘ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল ও ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় তদারকি কমিটি গঠন (১) সভায় আলোচনা হয় যে, ঢাকা মহানগরসহ সকল মহানগর ও জেলা সদরে ওএমএস খাতে দোকান ডিলারের মাধ্যমে আটা বিক্রয় কর্মসূচি দৃশ্যমান না হওয়ায় দোকান ডিলারের পরিবর্তে অন্যান্য শর্তাদি অনুসরণ করে ট্রাক ডিলারের মাধ্যমে আটা বিক্রয়ের বিষয়ে গত সভায় সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চাইলে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, ঢাকা মহানগরসহ ৪টি শ্রমঘন জেলাসহ (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর) সকল বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে ট্রাক ডিলারের মাধ্যমে আটা/ চাল বিক্রয় শুরু হয়েছে।	(১) ওএমএস কর্মসূচির আটা দোকান ডিলারের পরিবর্তে ট্রাক ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে।	(১) যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
	(২) সভায় আলোচনা হয় যে, ওএমএস খাতে আটা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিক্রয় মনিটর করার লক্ষ্যে পরিদর্শন ও তদারকি বৃদ্ধি করার জন্য গত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে ঢাকা মহানগরে ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় কেন্দ্র নিয়মিত পরিদর্শন এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি তদারকির জন্য জেলা বন্টনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ-১ শাখা হতে সভাকে জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব/ উপ-সচিব ও খাদ্য অধিদপ্তরের ০১ জন উপ-পরিচালকের সমন্বয়ে ৮টি বিভাগের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিদর্শন/ তদারকির জন্য ৮টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তর হতে ৭ জন পরিচালককে ৭টি বিভাগের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির অনিয়ম ও পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ গুলো যাচাই-বাছাই করে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।	(২ মহানগর ও জেলা সদরে ওএমএস খাতে আটা/ চাল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি তদারকির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে জেলা বন্টন করে দিতে হবে	(২) যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
	(৩) সভায় এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হয় যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি মনিটর করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে যে ৮টি কমিটি গঠিত হয়েছে সেগুলোর কার্যক্রম কত সময় ধরে চলবে এবং কার্যপরিধি কি হবে তা নির্দিষ্ট করে বলতে হবে।	(৩) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় হতে	(৩) যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ শাখা হতে জানানো হয় যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি যে পর্যন্ত চলমান থাকবে মন্ত্রণালয় হতে গঠিত ৮টি কমিটির কার্যক্রমও সে পর্যন্ত চলমান থাকবে। এছাড়া, ওএমএস এর আটা/ চাল বিক্রয় মনিটর করার জন্যও কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে।	গঠিত ৮টি কমিটির দায়িত্ব, কার্যপরিধি এবং মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে আদেশ জারি করতে হবে। ওএমএস এর আটা/ চাল বিক্রয় মনিটর করার জন্যও কর্মকর্তাদের মাঝে দায়িত্ব বন্টন করতে হবে।	এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
	(৪) সভায় আলোচনা হয় যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম প্রতিনিয়ত পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এ সব অনিয়ম চিহ্নিত করে এগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। সভায় সকলে মত প্রকাশ করেন যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির যে কোন অনিয়ম চিহ্নিত হলে এগুলোর বিরুদ্ধে Special power Act, দূর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইন, ফৌজদারি অপরাধের আওতায় মামলা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ অপরাধের কোন মামলা দেয়া যাবে না। এ প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, ২৭.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩৭টি ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয়েছে। ১৩০ জনের ডিলারশীপ বাতিল করা হয়েছে এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১০,০৪,১৬৮ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।	(৪) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির যে কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Special Power Act/ দূর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইন/ ফৌজদারী অপরাধের আওতায় মামলা রুজু করতে হবে।	(৪) মহাপরিচালক ও আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।
	(ঙ) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ** খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ চলতি অর্থ-বছরে টিআর, কাবিখা খাতে আপাততঃ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। ১০.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভিজিডি খাতে ৩.১৫ মেট্রিক টন চালের বিপরীতে প্রায় ৯৩,২৪৪ মেট্রিক টন চাল, ভিজিএফ খাতে ৪.০০ মেট্রিক টনের মধ্যে ১,১৪,৮৮৭ মেট্রিক টন এবং জিআর খাতে ৮৮ হাজার মেট্রিক টন চালের বিপরীতে ২৬,৬৪১ মেট্রিক টন চাল উত্তোলন করা হয়েছে। স্কুল ফিডিং খাতে ২২,৫০০ মেট্রিক টন গম বরাদ্দের বিপরীতে কোন উত্তোলন করা হয়নি।	বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	(৪) মহাপরিচালক ও পরিচালক (সবব), খাদ্য অধিদপ্তর।

৪. চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং	**চাল ও গমের বাজার মূল্যঃ** সভায় আলোচনা হয় যে, সারাদেশে চাল ও আটার বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছে। বর্তমানে (২৩.১১.২০১৬ তারিখে) মোটা চালের খুচরা গড় বাজার দর প্রতিকেজি ৩৭-৪০ টাকা। খোলা আটার গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৪-২৬ টাকা। চালের বাজার দর বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, এফপিএমইউ জানান যে, ইতোমধ্যে আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে তাই বাজারে চালের দাম কমতে শুরু করেছে।	খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে এবং চাল ও আটার হালনাগাদ মূল্য উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত	**গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত** **(ক) গুদাম মেরামতঃ** ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে রাজস্ব বাজেটে গুদাম মেরামত অব্যাহত আছে। ৬২টি লটের কাজের মধ্যে ইতোমধ্যে, ২৩টি লটের কাজ শেষ হয়েছে এবং ১৫.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাকী কাজের অগ্রগতি ৬৩.৩৪% বলে পরিচালক (পউকা) সভাকে জানান। এ প্রেক্ষিতে সভায় পুনরায় আলোচনা হয় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এ খাতের ৩০ কোটি টাকার মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের চুক্তিমূল্যের ২৫.৭৯ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট ৪ কোটি টাকা দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। তবে, ডিসেম্বরের পূর্বে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কাজের মূল্য পরিশোধ করা হলে সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করানো সম্ভব হবে তাই কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্নকরণে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। কাজের বাস্তব অগ্রগতি কতভাগ তা সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্যও বলা হয়।	(১) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন ও অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
	(খ) গুদাম মেরামতের নীতিমালা প্রণয়নঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজনের মাধ্যমে গুদাম ও আনুষঙ্গিক মেরামতের নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, Delegation of Financial Power-2015 অনুসরণে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ অঞ্চলভিত্তিক বিভাজনপূর্বক গুদাম মেরামতের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন নীতিমালা প্রক্রিয়াধীন আছে। দ্রুত নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করার জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশ দেয়া হয়।	(২) আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বিভাজন ও গুদাম মেরামতের নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
	(গ) নতুন অফিস ভবন নির্মাণ প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ করা	(১) সকল নতুন	যুগ্ম-সচিব (সং

	হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৫টি লটের কাজের মধ্যে ১৩টি লটের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাকী লটের কাজ চলমান আছে। এছাড়া, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ১৪টি লটের কাজের মধ্যে ৬টি লটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বাকী ৮টি লটের কাজের অগ্রগতি ৬২.৯৮% বলে সভায় জানানো হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নতুন অফিস ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ না হওয়া এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হওয়ার বিষয়টি সভায় পুনরায় আলোচনা হয় এবং সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আগামী সভার পূর্বে সকল নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশ দেয় হয়।	অফিস ভবন ও অন্যান্য নতুন নির্মাণ কাজের বিস্তারিত অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ও সরবরাহ), উপ-সচিব (সরবরাহ-২), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা	**খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা** খাদ্য অধিদপ্তরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ৪০০টি। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত ৪৪৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বেশি সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৭. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	**(ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রচারণা** নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে প্রচার কার্যক্রম এবং Surveillance অব্যাহত আছে মর্মে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সভাকে অবহিত করেন। কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে, ইতোমধ্যে প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৪ প্রকার স্টিকার, ৬ প্রকার পোস্টার ও ৩ প্রকার প্যাম্পলেট মুদ্রণ করে বিতরণ অব্যাহত আছে। জুন মাসে রংপুর বিভাগে, জুলাই মাসে ঢাকার কাওরান বাজারে ও বিয়াম মিলনায়তনে এবং আগস্ট মাসে রাজশাহী শহরে এবং ৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগে ১টিসহ মোট ৫টি মতবিনিময় সভা/ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাইন্ডিং করা পোষ্টার খাদ্য মন্ত্রণালয়ে স্থাপন করা হয়েছে। প্রচার অব্যাহত রাখাসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং Surveillance অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। **(খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নতুন অফিস ভবন নির্মাণ** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় জানান যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিস ভবন নির্মাণ জরুরী। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য ভবনের পিছনে অথবা খাদ্য অধিদপ্তরের তেজগাঁও সিএসডিতে নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভাকে জানান যে, ২৪.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তিনি খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সাথে নিয়ে তেজগাঁও সিএসডি ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেছেন। তিনি আরও জানান যে, তেজগাঁও সিএসডি ক্যাম্পাসে যে খালি জায়গা দেখানো হয়েছে তা	(১) নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ Surveillance অব্যাহত রাখতে হবে। (১) তেজগাঁও সিএসডি'র খালি জায়গায় কর্তৃপক্ষের ভবন কিংবা ভবন ও ল্যাব নির্মাণের জন্য উপযোগী না হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের পিছনে বিদ্যমান	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

	প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং কর্তৃপক্ষের অফিস ও ল্যাব নির্মাণের উপযোগী নয় মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	খালি জায়গায় কর্তৃপক্ষের ভবন নির্মাণের বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।	
৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	সভায় জানানো হয় যে, ত্রৈমাসিক অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য সভা করা হয়েছে। ০৩.১০.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ২০১৪-২০১৫ এর ফলাফল পুনঃ মূল্যায়ন প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কয়েকটি কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মসূচকের মান পুনঃ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মকর্তাগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মূল্যায়নের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে	APA বাস্তবায়ন টীম
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অংশীজনকে অবহিতকরণ	(ক) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিশেষ করে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা এবং ১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশীজন তথা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং তাদের নিজ নিজ দপ্তর/ সংস্থায় জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কোর্সে শুদ্ধাচার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আসে এবং এ বিষয়ে ইতোমধ্যে, ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে মর্মে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও খাদ্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন।	(ক) মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল কর্মকর্তাকে ভূমিকা রাখতে হবে। (খ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও খাদ্য অধিদপ্তরকে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।	(১) মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা। (২) চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	(১) সভায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে এগুলোর উপর দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশেষভাবে ০৬ মাসের বেশী পুরাতন অভিযোগের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে পরমার্শ প্রদান করা হয়। (২) অভিযোগ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য উপ-সচিব (তদন্ত)কে খাদ্য অধিদপ্তরে সভা আয়োজনসহ অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে। (২) অভিযোগ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে সভা করা অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়

১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	**(ক) অডিট সভাঃ** সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ তরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অক্টোবর, ২০১৬ মাসে উপ-সচিব (অডিট-৩) এর নেতৃত্বে ১টি অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচিত ও সুপারিশকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত অডিটের সংখ্যা এবং ব্রডসিট জবাবের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ **(ক) অগ্রিম** প্রারম্ভিক আপত্তি.....২৮০৩টি মাসে সংযোজিত আপত্তি.....১৭ টি মোট আপত্তি .....২৮২০টি নিষ্পত্তিকৃত (জারিপত্র)আপত্তি.....৩৭ টি অবশিষ্ট আপত্তি.....২৭৮৩টি ব্রডশিট জবাব.....৪৮টি ত্রিপক্ষীয় সভা.....১টি **(খ) খসড়া** প্রারম্ভিক আপত্তি .....৭৬৫টি সংযোজিত আপত্তি..... ০০টি মোট আপত্তি.....৭৬৫টি নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি.....০০টি অবশিষ্ট আপত্তি.....৭৬৫টি **সভার সংখ্যাঃ** ত্রিপক্ষীয় সভা.....০০টি আলোচিত আপত্তি.....০০টি নিষ্পত্তির সুপারিশ.....০০টি ব্রডশিট জবাব.....০৭টি **(গ) সংকলন** সংকলনভুক্ত আপত্তি.....৫৯৩টি সভার সংখ্যাঃ (ত্রি-পক্ষীয়).....০০টি আলোচিত আপত্তি.....:০০টি নিষ্পত্তির সুপারিশ .....০০টি নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা.....০০টি ব্রডশিট জবাব.....০৬টি	পরিকল্পিতভাবে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং হালনাগাদ তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।	(১) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়
১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অ-অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রণীত প্রশিক্ষণ সিডিউল অনুযায়ী আগস্ট, ২০১৬ মাস হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অক্টোবর, ২০১৬ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ১৭৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন	সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), যুগ্ম-সচিব (সমঃওসং), উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয়।

	করার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।		
১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণ	**(ক) শাখা পরিদর্শনঃ** নভেম্বর, ২০১৬ মাসে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখা ও তদন্ত অধিশাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(খ) শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণঃ সভায় জানানো হয় যে, শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য এ পর্যন্ত অভ্যঃ প্রশাঃ-১ শাখায় কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। শ্রেণিবিন্যস্ত নথি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিষ্পত্তি তথা বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রত্যেক অধিশাখা, শাখা প্রধানগণকে উইং প্রধানের মাধ্যমে প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করার জন্য সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়ার উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) প্রত্যেক শাখা/ অধিশাখা প্রধানকে উইং প্রধানের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ মতামতসহ বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রশাঃ-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	(১) যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
		(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে ক্লাস/ আলোচনার জন্য মন্ত্রণালয় হতে কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে বলে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(২) যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৪. আইন ও মামলা	**খাদ্য অধিদপ্তরের মামলাঃ** খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মামলাসমূহ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তরের মাধ্যমে তদন্ত ও মামলা শাখার সহায়তায় পরিচালিত হয়ে থাকে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চলমান মামলার সংখ্যা ১,১৪৫টি। গত মাসে ঢাকা বিভাগে ১টি দেওয়ানি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া, বরিশাল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের নামে আলেকাকান্দা মৌজার রেকর্ডকৃত ১০ শতাংশ জমির বিষয়ে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা/ আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অক্টোবর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৭টি বিভাগের মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি,নিম্নরূপঃ	(১) মামলা নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগের পাশাপাশি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	(১) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।
		(২) খাদ্য বিভাগীয় দখলী	(২) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মামলার সংখ্যা	আলোচ্য মাসে মামলা দায়ের	আলোচ্য মাসের নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট মামলার সংখ্যা
১	ঢাকা	৩৪৫	০১	১৪	৩৩১
২	বরিশাল	৮১		০৪	৭৭
৩	চট্টগ্রাম	২২৩		০৫	২১৮
৪	খুলনা	১৩০		০২	১২৮
৫	রাজশাহী	১৯২		২২	১৭০
৬	রংপুর	২১৩		১৪	১৯৯
৭	সিলেট	২৬		০৪	২২
	মোট মামলা	১২১০	০১	৬৫	১১৪৫

জমি যেন বেহাত না হয় সে বিষয়ে তৎপর থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অধিদপ্তর।

১৫. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়

প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভায় অনাদায়ী চালকলের নিকট সরকারি পাওনার বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অক্টোবর, ২০১৬ মাসের তথ্য মতে সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তথ্য নিম্নরুপ উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা	দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ	বর্তমান মাসে আদায়ের পরিমাণ।	মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ
১	রাজশাহী	০৫	৮০	১১,০৯,৯৬,১৭৮.৮৩	-০	২৭৮,৭৩,২২৫.৩৭	৮৩১,২২,৯৫৩.৪৬
২	রংপুর	০৮	৯৯	৬,৩৭,১৫,২০৩.১৯	৫০০০	২৪০,৬৪,৮০৮.৬২	৩৯৬,৫০,৩৯৪.৫৭
৩	ঢাকা	০৮	৪০	৭,৭৩,০৯,৭৯৫.২৮	১৬৮২০০.৬০	৫৯৮৬৭৩০.৮৭	৭১৩২৩০৬৪.৪১
৪	খুলনা	০৩	২৫	২,৪৬,৫১,৫০৫.২১	০	৯,৪৩,৪২৫.৪০	২,৩৭,০৮,০৭৯.৮১
৫	চট্টগ্রাম	০৫	১৫	৪,৬৫,৮৪,৪৫২.১৯	০	৭,৫৮,৬৪০.০২	৪,৫৮,২৫,৮১২.১৭
৬	সিলেট	০২	০৫	২০,৫৪,৮০০.২২	০	৬,৭৪,৫০৮.৩০	১৩,৮০,২৯১.৯২
৭	বরিশাল	০১	০১	১০,৯৮,২৩৭.৫৭	০	০	১০,৯৮,২৩৭.৫৭
মোট		৩২	২৬৫	৩২,৬৪,১০,১৭২.৪৯	১৭৩২০০.৬০	৬০৩০১৩৩৮.৫৮	২৬৬১০৮৮৩৩.৯১

চালকলগুলোর নিকট বিপুল পরিমাণ সরকারি টাকা অনাদায়ী থাকায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। অনাদায়ী টাকা আদায়ের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মানবেন্দ্র ভৌমিক)
অতিরিক্ত সচিব